অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদারের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে পুনঃ নিয়োগ লাভ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ এক আদেশ বলে দেশের বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর বর্তমানে সিনয়র প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার-কে দ্বিতীয় মেয়াদে পরবর্তী ০৩ বৎসরের জন্য প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে পুনরায় নিয়োগ প্রদান করিয়াছেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে ২৫-০৩-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য এই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমাবার ৩ এপ্রিল ২০১৭ইং তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা ১-এর (স্মারক নং স্বাপকম/চিশি-১/মেঃবিঃ-৩/২০০১ (অংশ-২)/২২৯) উপ-সচিব খান মোঃ নূরুল আমীন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা যায়।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার বিশিষ্ট সিকদার পরিবারের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা মরহুম আব্দুস সাহীদ সিকদার সাহেবের দিত্বীয় পুত্র। অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিবিএস ডিগ্রী লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিসিএম এবং তৎকালীন আইপিজিএমএন্ডআর হইতে ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি) ও ব্রিটিশ রয়েল কলেজ থেকে এফআরসিপি ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি চর্ম রোগ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক বিষয়ে গবেষণা কর্ম করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে আর্সেনিক জনিত চর্ম রোগের গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার অনেক গবেষণাপত্র দেশী-বিদেশী অনেক জার্নালে প্রকাশিত হয়। চর্মরোগ বিষয়ে তাঁর অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলায় লিখিত ১টি বই ও প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য তিনি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে ১ম মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এ শিক্ষক, চিকৎসক ও ছাত্রদের মাঝে গবেষণা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে গবেষণাকে গতিশীল করেন এবং এই ১ম বারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক জরিপে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্ল্ড রেংকিং এ ৬৪০তম স্থান লাভ করে।

তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মাননীয় মুক্তিযোদ্ধামন্ত্রীর সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এ জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য "মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সেল" গঠন করেন। যেই সেল থেকে ইতোমধ্যে ১৮০০০ হাজারের চেয়ে বেশী মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ফ্রি চিকিৎসা সেবা লাভ করেন। তাঁহার নিজ বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প থাকার কারনে অল্প বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

তিনি ছাত্র জীবনে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিএমএ এর আজীবন ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য। তিনি বাংলাদেশ চর্মরোগ সোসাইটির ও আন্তর্জাতিক চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ সোসাইটির আজীবন সদস্য।